সরকার পদক্ষেপ নিলে দায়িত্ব ছাড়তে প্রস্তুত : কুবি উপাচার্য

কুবি উপাচার্য

সংগৃহীত ছবি

দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগ তুলে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. হায়দার আলীর পদত্যাগ দাবিতে ছাত্রদল ও শিক্ষার্থীর ব্যানারে পৃথক দুটি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পদত্যাগের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য বলেন, ‘সরকার পদক্ষেপ নিলে দায়িত্ব ছাড়তে প্রস্তুত।’

বৃহস্পতিবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জবাব দেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. হায়দার আলী।

বিজ্ঞপ্তিতে উপাচার্য হায়দার আলী জানান, গত ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর

উপাচার্য হিসেবে থাকার জন্য আমি কোনো মন্ত্রী, এমপি, সচিব, শিক্ষক নেতাদের কাছে চেষ্টা বা তদবির করিনি।

এ বিষয়ে সরকার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আনন্দের সঙ্গে দায়িত্ব হস্তান্তর করে পূর্বের কর্মস্থলে চলে যাবেন তিনি।

বিজ্ঞপ্তিতে উপাচার্য বলেন, উপাচার্য পদ আঁকড়ে ধরে রাখার কারণে বহুদিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার ঘটনাও ঘটেছে। শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষায় বিঘ্ন ঘটেছে, সেশনজট বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট হয়েছে। আমি উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বিশ্ববিদ্যালয় এক দিনের জন্যও বন্ধ থাকেনি, শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষায় বিঘ্ন ঘটেনি।

আমি এখনো চাই, এই পদত্যাগ ইস্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস-পরীক্ষায় বিঘ্ন না ঘটুক। এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন সরকার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

তিনি আরো বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এর আগে যত উপাচার্য এসেছেন কমবেশি সবার সময়েই ক্যাম্পাস অশান্ত রাখার প্রচেষ্টার ইতিহাস

শুনেছি। কুমিল্লাবাসীর কাছে আমার অনুরোধ, বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বাঁচান।

দল-মত-নির্বিশেষে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করুন, যাতে এটি দেশের প্রথম শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

এর আগে, বুধবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বরে ‘সচেতন শিক্ষার্থী’ ব্যানারে মানববন্ধন এবং ২টার দিকে শাখা ছাত্রদলের সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এ সময় নিয়োগ-পরবর্তী সময় থেকে উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষের দুর্নীতি, অনিয়ম, নিয়োগে স্বজনপ্রীতি, গোপনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি প্রতিষ্ঠা, গোপনে দলীয় নিয়োগ ইত্যাদির তদন্তের দাবি তোলা হয় মানববন্ধন এবং সংবাদ সম্মেলনে।